



106594 - হজ্জের ক্বতেরে প্রথম হালাল ও দ্বিতীয় হালাল

প্রশ্ন

হজ্জ আদায়কারী ইহরাম থেকে কখন হালাল হবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর ক্বতেরে ঈদরে দিনেরে কার্ঘ্যাবলী তিনটি: জমরায় আকাবাতে কংকর নক্শেপে করা। মাথার চুল মুণ্ডন করা কথ্বা ছাটাই করা। তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করা এবং তাওয়াফে কুদুমরে সাথে সাঈ না করে থাকলে সাঈ করা। আর তামাত্তু ও ক্বরান হজ্জ আদায়কারীর আরকেট কাজ বশে। সটো হচ্ছ- হাদি (কোরবানীর পশু) জবাই করা। আবার তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর আরকেট কাজ বাড়বে। সটো হল- তাওয়াফে ইফাযার পরে সাঈ করা।

দুই:

এই কাজগুলো পালন করত হবে ক্রমধারা অনুযায়ী: কংকর নক্শেপে, পশু জবাই, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাই, এরপর তাওয়াফ ও সাঈ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে এভাবে পালন করাই উত্তম। যহেতে তনি প্রথম কংকর মরেছেন; এরপর কোরবানী দিয়েছেন, এরপর মাথা মুণ্ডন করেছেন, এরপর আয়শো (রাঃ) তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছেন, এরপর তনি বায়তুল্লাহর অভিমুখে গমন করেছেন। এ কর্মগুলোর ক্রমধারা ভেঙে যারা আগপছি করে ফলেছে তাদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেসে করা হলে তনি বলেন: "অসুবিধা নহে, অসুবিধা নহে"।

তনি:

যে ব্যক্তি জবাই ব্যতীত অন্য যেকোন দুইটি কাজ করবে এর মাধ্যমে প্রথম হালাল অর্জিত হবে। এই হালাল হওয়ার পর ইহরামের মাধ্যমে যা কিছু হারাম হয়েছিল, নারী ছাড়া বাকী সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। আর যদি তনিটি কাজ সম্পাদন করলে তাহলে তার জন্য সবকিছু এমনকি নারীও হালাল হয়ে যাবে। আমরা যা উল্লেখ করছি এ অর্থ নির্দেশ করে এমন অনেকে হাদিসেরে দলিল রয়ছে। আল্লাহই তাওফিকাদাত। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীবর্গেরে প্রতী আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]



গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি: শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ্ গাদইয়ান।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১১/৩৪৯)]